Live MCQ
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস
১৪ ডিসেম্বর

১৭ লাখ+
ব্যবহারকারীর আস্থা!

- দিবসের নাম: শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস
- দিবস ঘোষণা: বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ
- পালনের তারিখ: ১৪ ডিসেম্বর
- প্রথম পালিত হয়: ১৯৭২ সাল
- ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পরিকল্পিত গণহত্যা
- শহিদ বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা:
  - শিক্ষাবিদ: ৯৯১ জন
  - সাংবাদিক: ১৩ জন
  - চিকিৎসক: ৪৯ জন
  - আইনজীবী: ৪২ জন
  - অন্যান্য (সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিল্পী এবং প্রকৌশলী): ১৬ জন
- হত্যাকাণ্ডের সময়কাল: ১০–১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ (চূড়ান্ত হত্যাকাণ্ড ১৪ ডিসেম্বর)
- হত্যাকারী শক্তি: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী
- সহযোগী সংগঠন: আল-বদর ও আল-শামস
- উদ্দেশ্য: স্বাধীন বাংলাদেশের নেতৃত্ব, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি ধ্বংস করা
- টার্গেটকৃত শ্রেণি: শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, গবেষক
- অপহরণ পদ্ধতি: রাতের আঁধারে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া
- প্রধান হত্যাস্থল: রায়েরবাজার বধ্যভূমি, মিরপুর বধ্যভূমি
- বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ:
  - অবস্থান: রায়েরবাজার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
  - স্থপতি: ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও মো. জামে-আল-শফি
  - নির্মাণ শুরু: ১৯৯৬ সাল (নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ১৯৯৩ সাল)
  - উদ্বোধন: ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯
  - আয়তন: ৩.৫১ একর
- মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ
  - অবস্থান: মিরপুর, ঢাকা
  - স্থপতি: মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি
- রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি: জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত